গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ্রাম আদালত

অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে, সঠিক বিচার পেতে চলো যাই গ্রাম আদালতে ...

গ্রাম আদালত কী?

- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে কতিপয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত গঠিত হয়
- গ্রাম আদালত অনধিক ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মূল্যমানের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে
- গ্রাম আদালতে আইনজীবী নিয়োগের বিধান নেই

কেন আমরা গ্রাম আদালতে যাবো?

- গ্রাম আদালতে অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং অতি সহজে বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তির সুযোগ রয়েছে
- প্রতিনিধি মনোনয়নে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী সমান সুযোগ পায়
- পক্ষগণ নিজের কথা নিজে বলতে পারে, আইনজীবী দরকার হয় না
- গ্রাম আদালতে সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়, এক বিরোধ থেকে অন্য বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে
- পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করা হয়
- দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণ বিশেষ করে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী খুব সহজে বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ পায়।

গ্রাম আদালত কী কী ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে?

ফৌজদারী

- চুরি
- দাঙ্গা
- প্রতারণা
- ঝগড়া বিবাদ
- কলহ বা মারামারি
- মূল্যবান সম্পত্তি আত্মসাৎ করা
- অন্যায় নিয়ন্ত্রণ ও অন্যায় আটক
- ভয়ভীতি দেখানো বা হুমকি দেয়া
- কোন নারীর শালীনতাকে অমর্যাদা বা অপমানের উদ্দেশ্যে কথা বলা, অঙ্গভঙ্গি করা বা অন্য কোনো কাজ করা

দেওয়ানী

- পাওনা টাকা আদায় সংক্রান্ত
- স্থাবর সম্পত্তি দখল পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত
- অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার বা তার মূল্য আদায় সংক্রান্ত
- কোনো অস্থাবর সম্পত্তি জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত
- গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত
- কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধযোগ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত
- স্ত্রী কর্তৃক বকেয়া ভরণপোষণ আদায় ইত্যাদি

গ্রাম আদালত কোন বিরোধগুলো নিষ্পত্তি করতে পারে না?

- ধর্ষণ
- খুন
- অপহরণ
- ডাকাতি
- বহুবিবাহ
- তালাক
- অভিভাবকত্ব

- দেনমোহর
- দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার
- যৌতুক
- নারী ও শিশু নির্যাতন
- কোনো ঘটনায় রক্তপাত ঘটে থাকলে
- স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত
- ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার অধিক মূল্যমানের যে কোনো বিরোধ

গ্রাম আদালতে কীভাবে আবেদন দাখিল করতে হবে?

⇨ আবেদনকারীকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করে যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে

⇨ আবেদনপত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করতে হবে

⇨ আবেদনপত্র দাখিলের সময় ফৌজদারী মামলার জন্য ১০ টাকা এবং দেওয়ানী মামলার জন্য ২০ টাকা ফিস দিতে হবে এবং রসিদ সংগ্রহ করতে হবে

⇨ ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে বিরোধ সংঘটিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করতে হবে

⇨ দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে বিরোধ সংঘটিত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করতে হবে; তবে স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার দিন থেকে ১ বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করা যাবে।

গ্রাম আদালত গঠন

- একজন চেয়ারম্যান এবং উভয়পক্ষ (আবেদনকারী এবং প্রতিবাদী) কর্তৃক মনোনীত ২ জন করে মোট পাচঁজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হবে।
- চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্যানেল চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন সদস্য গ্রাম আদালতের দায়িত্ব পালন করবেন।
- নারী সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রাম আদালতে প্যানেল সদস্য হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। [ধারা: ৫ (১)]

গ্রাম আদালত কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে?

- **মিথ্যা মামলা দায়ের করলে:** গ্রাম আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হলে মিথ্যা মামলা দায়েরকারীকে অনধিক ৫,০০০ টাকা জরিমানা করতে পারবে
- **সাক্ষী কর্তৃক সমন অমান্য করলে:** গ্রাম আদালত কর্তৃক জারিকৃত সমন সাক্ষী ইচ্ছা করে অমান্য করলে, গ্রাম আদালত ঐ সমন অমান্যকারী সাক্ষীকে অনধিক ১,০০০ টাকা জরিমানা করতে পারবে
- **গ্রাম আদালত অবমাননা করলে:** কোনো ব্যক্তি যদি গ্রাম আদালত অবমাননা করে তাহলে গ্রাম আদালত অনধিক ১,০০০ টাকা জরিমানা করতে পারে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গ্রাম আদালত অবমাননার সামিল:

- গ্রাম আদালত সম্পর্কে অশালীন কথা বলা বা হুমকি দেয়া
- গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা
- গ্রাম আদালতের আদেশ সত্ত্বেও কোনো দলিল বা অর্পণ বা হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হওয়া
- আদালতের কাছে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করা।

গ্রাম আদালত কীভাবে গ্রামের জনগণকে সহায়তা করতে পারে?

- গ্রাম আদালত হলো স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ বা বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা যা ন্যায্য বিচার লাভে সহায়তা করে
- গ্রাম আদালতে সবাই অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং অতি সহজে প্রতিকার পায়
- গ্রাম আদালতে আবেদনপত্র দাখিলের ফিস ছাড়া অন্য কোনো খরচ নেই
- গ্রাম আদালত উচ্চতর আদালতের মামলার জট কমাতে সাহায্য করে।

Co-funded by the European Union

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ - ৩য় পর্যায় প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

UNDP